দৈনিক ইনকিলাব

27 JAN 2008

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

34 Report.

স্কুলে ভর্তি বাণিজ্য

সেনাপ্রধানের স্ত্রী পরিচয় দিতে গিয়ে মহিলা গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : সেনাপ্রধানের স্ত্রী পরিচয়ে প্রভাবখাটিয়ে উদয়ন স্কুলে ছাত্র ভর্তি প্রচেষ্টাকালে গতকাল (শনিবার) সকালে এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। গ্রেফতারকৃত পৃঃ ১১ কঃ ৬

ইনকিলাব : সেনাপ্রধানের স্ত্রী পরিচয়ে অন্যায় চাপ প্রয়োগে ছাত্র ভর্তি প্রচেষ্টার অভিযোগে গতকাল রাজধানীর উদয়ন স্কুল থেকে র‍্যাব তুহিন চৌধুরী ওরফে নিপা চৌধুরীকে গ্রেফতার করে

সেনাপ্রধানের স্ত্রী পরিচয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মহিলার নাম তুহিন ওরফে নিপা চৌধুরী (৪০), স্বামী- ফজলুল করিম চৌধুরী ওরফে জাহাঙ্গীর চৌধুরী। ১৯/১/বি, শেখ সাহেব বাজার, আজিমপুর, লালবাগ ঠিকানায় তিনি বাস করেন। নিপা চৌধুরী উদয়ন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল মিসেস খালেদা হাবীবের কাছে সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদের স্ত্রী পরিচয়ে ছাত্র ভর্তির জন্য টেলিফোনে চাপ প্রদান করেন বলে স্বীকার করেন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালের সন্দেহ হলে তিনি বিষয়টি র‍্যাবকে অবহিত করেন। র‍্যাব-৩ বিষয়টি তদন্ত করে অবশেষে ফাঁদ পেতে গতকাল (শনিবার) উদয়ন স্কুল ক্যাম্পাস থেকে নিপা চৌধুরীকে গ্রেফতার করে।

তিনি জানান, তার স্বামী একজন ব্যবসায়ী। তিনি নিজেকে মুক্তিযোদ্ধার কন্যা এবং ভদ্র ঘরের সন্তান বলে দাবী করেন।

এসময় নিপা বলেন, আমাকে বেইজ্জত করেছেন এজন্য সবাইকে সাফার করতে হবে। আমার পরিচয় দিলে আপনারা নার্ভাস হয়ে যাবেন।

উদয়ন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল খালেদা হাবীব সাংবাদিকদের জানান, একমাস পূর্বে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে কর্নেল তুহিন পরিচয়ে একজন ফোন করেন। পরে সেনাপ্রধানের স্ত্রীর সাথে কথা বলার জন্য ফোন ধরিয়ে দেন। তখন এ মহিলা ৪র্থ শ্রেণীতে এক ছাত্রকে ভর্তি করায়। দ্বিতীয় আরেকটি ছাত্র ভর্তি করানোর জন্য গত ২১-২২ জানুয়ারিতে ঘন ঘন ফোন আসতে থাকে ঐ একই পরিচয়ে। সেনাপ্রধানের স্ত্রী এতবার কেন ফোন করবে? তাছাড়া আমার কাছে দুটি কণ্ঠ একইরকম মনে হয়েছে -এ বিষয়ে সন্দেহ হলে বিষয়টি আমরা র‍্যাব-৩ কে জানাই ও ফোন নাম্বারটিও দেই। র‍্যাব তখন ফোনের কথা রেকর্ড করে। তাছাড়া উদয়ন স্কুল ছাত্র ভর্তির জন্য কোন ডোনেশন নেয় না।

গ্রেফতারকৃত নিপা চৌধুরী ৪র্থ শ্রেণীতে আবু সাঈদ হীরা ও ৫ম শ্রেণীতে সৌরভ চক্রবর্তীকে ভর্তির জন্য মিথ্যা পরিচয়ে ফোনগুলো করেছিলেন। ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তিকৃত আবু সাঈদ হীরার পিতা মোঃ শাহাবুদ্দিন মানিক (৫০), ৮০, মুকুল দাস রোড, আজিমপুর, লালবাগ এর নিকট থেকে উক্ত নিপা চৌধুরী ভর্তির জন্য ৪০ হাজার টাকা গ্রহণ করেন। তিনি শাহাবুদ্দিনকে জানান, অত লোক আছে, ভর্তি না করাতে পারলে টাকা ফেরত দিবেন।

গ্রেফতারের পর নিপা ফোনে তার স্বামীকে শাহাবুদ্দিনকে ৪০ হাজার টাকা ফেরত দেবার জন্য বলে দেন। গ্রেফতারের পর র‍্যাব-৩ এর স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ খালিদ মাহমুদ বলেন, গ্রেফতারকৃত মহিলা সেনাপ্রধানের স্ত্রী পরিচয়ে প্রতারণা করেছেন। এজন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত নিপা চৌধুরী যেসব সেনা কর্মকর্তার নাম ব্যবহার করেছেন ঐ নামেও কোন কর্মকর্তা সেনাবাহিনীতে নেই।

শাহবাগ থানায় উদয়ন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল বাদী হয়ে গতকাল বিকেলে নিপা চৌধুরীর বিরুদ্ধে একটি প্রতারণার মামলা দায়ের করেছেন। র‍্যাব গতকাল বিকেল ৪টায় নিপা চৌধুরীকে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করেছে বলে শাহবাগ থানার ডিউটি অফিসার জানিয়েছেন।